পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর
☐ উপপরিচালক (প্রশা) ☐ জরুরী ব্যবস্থা নিন
☐ উপপরিচালক (প্রপ্র) ☐ উপস্থাপন করুন
☐ উপপরিচালক (কার্যক্রম) ☐ পরিক্ষা নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিন
☐ উপপরিচালক (গবেষণাগার) ☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
☐ উপপরিচালক (অভিযোগ) ☐ আলোচনা করুন
☐ উপপরিচালক (তদন্ত)
নম্বর ৫০২১
তারিখ
স্বাক্ষর

মহাপরিচালক দপ্তর
☐ পরিচালক (প্রঅ) ☐ জরুরী ব্যবস্থা নিন
☐ পরিচালক (কাগ) ☐ উপস্থাপন করুন
☐ উপপরিচালক (প্রঅ) ☐ পরিক্ষা নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিন
☐ উপপরিচালক (প্রপ্র) ☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
☐ উপপরিচালক (কার্যক্রম) ☐ আলোচনা করুন
☐ উপপরিচালক (গবেষণাগার)
নম্বর
তারিখঃ
স্বাক্ষরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mincom.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৬.০০.০০০০.০৮৯.১৬.০০৭.২০.১২৪

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪৩০
২০ মার্চ ২০২৪

বিষয়: গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের সচিব-সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের আধা-সরকারি পত্র নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৭১২.০৬.০০৮.২১.২৯, তারিখ: ০৭ মার্চ ২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সচিব-সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচিবগণের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি সিনিয়র সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত মনোযোগ আকর্ষণ করে নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে সে সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সূত্রের আধা-সরকারি পত্রে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ০১ (এক) পাতা।

রনি রহমান
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০১২১৫
e-mail: admn4@mincom.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, ১৭১-১৭২ বায়েজিদ বোস্তামী রোড, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
০৩। চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।
০৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিএফটিআই, টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৫। ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৬। রেজিস্ট্রার, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৭। প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
০৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ডব্লিউটিও/এফটিএ/রপ্তানি/আইআইটি), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১০। সমন্বয়ক, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি), বিএফআইডিসি ভবন (৯ম তলা), ৭৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
১১। চেয়ারম্যান, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), বাণিজ্য সংগঠন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। যুগ্মসচিব, ট্রেড সাপোর্ট মেজারস অনুবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। চীফ একাউন্টস ও ফাইন্যান্স কর্মকর্তা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

স্মারক নম্বর: ২৬.০০.০০০০.০৮৯.১৬.০০৭.২০.১২৪

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪৩০
২০ মার্চ ২০২৪

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):

০১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

রনি রহমান
উপসচিব

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
ডায়েরি নম্বর: ৬৩৬
তারিখ:
স্বাক্ষর

সিনিয়র সচিবের দপ্তর

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফোন: +৮৮০২-২২৩৩৮৬৫৫৮
ফ্যাক্স: +৮৮০২-২২৩৩৮৬৫৫৯
ই-মেইল: cab.secy@cabinet.gov.bd

আধাসরকারি পত্রসংখ্যা-০৪.০০.০০০০.৭১২.০৬.০০৮.২১-২৯ তারিখঃ ২৩ ফাল্গুন ১৪৩০/০৭ মার্চ ২০২৪

প্রিয় সহকর্মী,

গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সচিব-সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচিবগণের উদ্দেশে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে;

২। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ৪টি স্তম্ভ, যথা: স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ গঠন নিশ্চিত করতে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের করণীয় চিহ্নিত করে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করতে হবে;

৩। জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে যথাযথভাবে সহায়তা করতে হবে। আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি ও সংসদের কার্যপ্রণালী ইত্যাদি প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে;

৪। মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে। মূল্যস্ফীতির হার যেন প্রবৃদ্ধির হারের নিচে থাকে সে লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

৫। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ পরিস্থিতি এবং বাজার ব্যবস্থা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং সমন্বিতভাবে এ বিষয়ে কাজ করতে হবে। পণ্য পরিবহনের পথে চাঁদাবাজি বন্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

৬। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি কল্পে করজাল (ট্যাক্স নেট) সম্প্রসারণ করতে হবে। কেউ যেন কর ফাঁকি দিতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৭। বিভিন্ন স্থলবন্দর এবং সমুদ্রবন্দরগুলিকে অটোমেশন করতে হবে। কর/ভ্যাট/শুল্ক ফাঁকি দেয়ার সব ধরনের অপচেষ্টা বন্ধ করতে হবে;

৮। বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ যেন সহযোগিতার অভাবে ফিরে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে এবং কোনো প্রতিকূলতা থাকলে দূর করতে হবে;

৯। সরকারি ব্যয়ে মিতব্যয়ী হতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা যেন অযথা ব্যয় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে;

১০। যে সকল প্রকল্প অল্প ব্যয় করলেই সমাপ্ত হয়ে যাবে, সেগুলোতে দ্রুত বরাদ্দ দিয়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে ফেলতে হবে;

১১। উন্নয়ন অর্থ কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়নই নয়। সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত হওয়াই হলো প্রকৃত উন্নয়ন। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কতটা উপকারে আসবে বা কী সুফল পাওয়া যাবে তা বিবেচনায় নিতে হবে। এ ছাড়া প্রকল্প থেকে কখন সুফল আসবে তাও বিবেচনায় রাখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ পরিহার করতে হবে। অহেতুক ব্যয়বহুল প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না;

১২। যেসব অবকাঠামো তৈরি হয়েছে বা যেসকল উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সেগুলো যেন টেকসই হয় সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৩। অতিদারিদ্র্যের হার শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে;

১৪। আশ্রয়ণ প্রকল্পে যাদেরকে ঘর করে দেয়া হয়েছে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৫। রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আসবাবপত্র, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, হস্ত/কারুশিল্পকে গার্মেন্টস এর ন্যায় সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে;

যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১)
উপসচিব (প্রঃ-১/প্রঃ-২/বাজেট)
উপসচিব (প্রঃ-৩/প্রঃ-৪/আইন)
এ,পি

১৬। রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার খুঁজতে হবে। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব-এশিয়া, পূর্ব-ইউরোপ, , জাপান, কোরিয়া, ইত্যাদি অঞ্চল বা দেশে রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে;

১৭। জুট জেনোম আবিষ্কার হওয়ায় পাটের বহুমুখী ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে পাটের বহুমুখী ব্যবহার এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে;

১৮। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনতে হবে। বিশেষ করে চরাঞ্চলে বাদাম, সর্ষে ইত্যাদির চাষ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়িয়ে ভোজ্য তেলের আমদানি কমাতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে তিলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তিল চাষ বৃদ্ধি করতে পারলে রপ্তানির সুযোগ পাওয়া যেতে পারে;

১৯। কোনো অবস্থাতেই যেন তিন ফসলী জমি নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে;

২০। খাদ্য, সবজি এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে সহায়তা করতে হবে;

২১। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে। সেচযন্ত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে শিল্পকারখানায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে;

২২। কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে সার্ভিস সেক্টরে সার্টিফিকেট কোর্সসহ মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যুগের পরিবর্তন ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে;

২৩। বইমেলাকে ক্রমান্বয়ে উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে;

২৪। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কিশোর গ্যাং এবং ছিনতাই নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে কমিটি গঠন করে ব্যবস্থা নিতে হবে। শিশু-কিশোররা নিয়মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণ করতে হবে;

২৫। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে সামরিক শাসনে জারি করা অধ্যাদেশগুলোর মধ্যে যে ১৬টির এখনো বিযুক্তিকরণ সম্পন্ন হয়নি সেগুলো দ্রুত বিযুক্তিকরণ করতে হবে;

২৬। শূন্য পদে নিয়োগের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ছাড়া নিয়মিত পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। পদোন্নতির সময় নারী কর্মকর্তাগণ যেন অন্যায়ভাবে বঞ্চিত না হন সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে;

২৭। জলাধার সংরক্ষণ ও সংস্কার করতে হবে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বা অন্য কোনো কারণে নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা যাবে না;

২৮। সেচের কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির বদলে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে;

২৯। সুনীল অর্থনীতির আওতায় সমন্বিতভাবে সমুদ্রের সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩০। পর্যটন বিকাশে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে;

৩১। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স দেখাতে হবে। দুর্নীতি দমন শুধু দুর্নীতি দমন কমিশনের একার কাজ নয়। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে;

৩২। সরকারি সকল সেবা অনলাইনভিত্তিক করতে হবে;

৩৩। প্রথাগত আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে অতিক্রম করে সংবেদনশীল ও জনমুখী প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে;

৩৪। সচিবগণকে আত্মপ্রত্যয়, আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি আপনার ব্যক্তিগত মনোযোগ আকর্ষণ করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আপনার মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক আমাকে অবহিত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আন্তরিকভাবে আপনার,

শুভেচ্ছান্তে,

(মোঃ মাহবুব হোসেন)

জনাব তপন কান্তি ঘোষ
সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়